জেলায় সংযুক্ত মোর্চার মনোনয়ন সম্পন্ন

Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৬ এপ্রিল, ২০২১

৪৪ বর্ষ ১৪ সংখ্যা ৫ এপ্রিল, ২০২১, সোমবার, ২২ চৈত্র, ১৪২৭

বর্ধমান, ৩ এপ্রিল : পূর্ব ও পশ্চিম সাবেক বর্ধমান জেলার ২৫টি বিধানসভার মনোনয়ন পত্র দাখিলের কাজ শেষ হয়েছে। ৩০ মার্চ ষষ্ঠদফা নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র কালনায় দাখিল করেন পূর্বস্থলী উত্তর ও পূর্বস্থলী দক্ষিণ কেন্দ্রের সংযুক্ত মোর্চা প্রার্থী প্রদীপ কুমার সাহা ও অভিজিৎ ভট্টাচার্য। কাটোয়া কেন্দ্রের জন্য মনোনয়ন দাখিল করেন সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থী সুদীপ্ত বাগচি, শাহজাহান চৌধুরী ও মিজানুল কবীর। বর্ধমানে জমা দেন নজরুল হক ও চঞ্চল মাজি। আসানসোলে জেলা শাসকের দপ্তরে জামুড়িয়া, আসানসোল উত্তর, আসানসোল দক্ষিণ, কুলটি ও বারাবনী বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য ১ এপ্রিল মনোনয়ন পত্র দাখিল করেন আসানসোল উত্তরে সংযুক্ত মোর্চা প্রার্থী মহঃ মুস্তাকিম, আসানসোল দক্ষিণে প্রশান্ত ঘোষ, জামুড়িয়া কেন্দ্রের জন্য ঐশী ঘোষ, কুলটির জন্য চণ্ডীচরণ ব্যানার্জী ও বারাবনীর জন্য রণেন্দ্রনাথ বাগচি। আজ দুর্গাপুরে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে দুর্গাপুর, দুর্গাপুর পশ্চিম, পাণ্ডবেশ্বর ও রানিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য মনোনয়ন পত্র দাখিল করা হয়। সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থী আভাস রায়চৌধুরী, দেবেশ চক্রবর্তী, পরেশ বাউরী ও হেমন্ত প্রভাকর মনোনয়নপত্র দাখিল করেন।

প্রথম প্রয়াণ বার্ষিকীতে অশোক ব্যানার্জীকে স্মরণ

বর্ধমান, ২৯ মার্চ : নতুন চিঠির প্রাণপুরুষ ও প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক অশোক ব্যানার্জীকে স্মরণ করলেন পত্রিকার গ্রাহক পাঠক শুভানুধ্যায়ী ও বন্ধুরা। আজ জাগরী সভাকক্ষে তাঁর প্রথম প্রয়াণবার্ষিকী উপলক্ষে একটি স্মরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন 'নতুন চিঠি'-র সম্পাদক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। সমবায় আন্দোলনে তাঁর ভূমিকার কথা আলোচনা করেন বর্ধমান কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের প্রাক্তন চেয়ারম্যান জহর মুখোপাধ্যায়। নতুন চিঠির জন্মলগ্ন থেকে সহদ্যোগী ধীরেন সুর ও অরুণ মজুমদার প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নতুন চিঠি পরিবারের অন্যতম সদস্য অরিন্দম কোঙার। প্রয়াত অশোক ব্যানার্জীর সহযোদ্ধা গৌরী ব্যানার্জী প্রমুখ। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন শর্মিষ্ঠা সেনগুপ্ত।

কৃষি জমিতে প্রোমোটারের থাবা, বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৩ এপ্রিল : সেচ সেবিত তিন ফসলি কৃষি জমিতে প্রোমোটারের থাবা পড়েছে। কৃষকরা এই ব্যাপারে থানা সহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে অভিযোগ জানিয়েছেন। ঘটনাটি কালনা-২ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত পূর্ব সাতগাছি গ্রামের শ্বাসপুর মোল্লাপাড়ায়। এই গ্রামের একদল কৃষক এদিন রাতে কালনা থানা সহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন বলে জানান। কৃষকদের বক্তব্য—সেচ সেবিত তিন ফসলি কৃষি মাঠে হঠাৎ জনৈক প্রোমোটার প্রায় ছয় বিঘা কৃষিজমি কিনে সেখানে প্রমোটিং-এর কাজ শুরু করেছেন। সরকারি সেচ পাম্প, পাইপলাইন, পাট থাকা মাঠে বাড়িঘর উঠতে শুরু করায় চাষবাসে ব্যাপক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে। এই অবস্থায় প্রমোটিং এর কাজ বন্ধ না হলে ওই মাঠে চাষ আবাদই বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে শুকিয়ে মরতে হবে কৃষকদের। তাই সরকারি হস্তক্ষেপের জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। এই ব্যাপারে কালনা মহকুমা শাসক সুমন সৌরভ মহান্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করলে উনি জানান, আমার কাছে কোনো কৃষক অভিযোগ জানাননি। আমার কাছে এলে নিশ্চয়ই আমি আইনী পদক্ষেপ শুরু করতে পারতাম।

দুর্গাপুরে মনোনয়নপত্র জমা দিতে যাচ্ছেন আভাস রায়চৌধুরী, দেবেশ চক্রবর্তী, সুভাষ বাউরী ও হেমন্ত প্রভাকর।

আসানসোলে মনোয়নপত্র জমা দিতে যাচ্ছেন সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থী ঐশী ঘোষ, প্রশান্ত ঘোষ, মহঃ মুস্তাকিম, চণ্ডীচরণ ব্যানার্জী ও রণেন্দ্রনাথ বাগচী।

কালনায় মনোয়নপত্র জমা দিতে যাচ্ছেন সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থী প্রদীপ কুমার সাহা ও অভিজিৎ ভট্টাচার্য।

আমার ভোট, বাম ভোট!

আকাশ চক্রবর্তী

মাফ করবেন। আমি কোনও রাজনৈতিক দলের সদস্য নই। কাজেই নিজের মতের দ্বারা আপনার মতকে প্রভাবিত করার বিন্দুমাত্র দায়িত্ব আমার নেই। আমি চাই, আপনি আপনার ভোটটাই দিন। স্বেচ্ছায়, স্বাধীনতায়, গোপনে বা সোচ্চারে। আমি বিশ্বাস করি, নিজের বর্তমান রাজনৈতিক পক্ষপাত গোপন রাখার সম্পূর্ণ অধিকার আপনার বা আমার আছে। কিন্তু প্রশ্ন একটাই। এই পক্ষপাত গোপন রাখতে বাধ্য নই তো? যদি উত্তর আসে 'হ্যাঁ', বুঝবেন, স্বৈরাচার আছে।

যেকোনো স্বৈরাচারীর কাছেই রাজনৈতিক দায়িত্বের থেকে অনেক প্রিয় রাজনৈতিক ক্ষমতা। আর বর্তমান পরিকাঠামোয় একজন নাগরিক হিসেবে আমার ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভর করে একজন জনপ্রতিনিধি দায়িত্ব ও ক্ষমতার মধ্যে কোনটিকে বেছে নেবেন, তার উপর।

তাই, আমি আমার রাজনৈতিক ভবিষ্যতে মাফিয়ারাজ, কর্পোরেটরাজ কিংবা ধর্মীয় পক্ষপাত সহ্য করবো না।

আমি চাইবো, আমার রাজ্যের কোনও মানুষকে যেন রোহিতের মতো আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে না হয়। আমি চাইবো, আমার রাজ্যে যেন আর কোনও সুজেট তৈরি না হয়। আমি চাইবো, আমার রাজ্যে সংস্কৃতি হিসেবে যেন আরেকটু বুদ্ধিদীপ্ত উপাদান প্রোমোট করা হয়। আমি চাইবো, আমার রাজনৈতিক প্রতিনিধি যেন মন্ত্রী হওয়ার আনন্দে আত্মহারা হয়ে রাজা হতে না চান।

আমার বিচারবুদ্ধি যা বলে, দায়িত্ব থাকলে এসএসসি বন্ধ হতো না। দায়িত্ব থাকলে থালা বাজানো হতো না। ভোটের আগে যে সব প্রান্তে মুখ্যমন্ত্রী আর প্রধানমন্ত্রীর মুখ আঁকা ফ্লেক্স পৌঁছে গেছে, আম্পানের পরে সেই সব প্রান্তে তাঁদের পাঠানো ত্রাণ পৌঁছে গেলে ভালো হতো।

ঘটনাচক্রে পৃথা আমার বন্ধু। ওকে দেখেছি প্রদীপ তা আর কমল জেঠু খুন হওয়ার পরে। ওকে দেখেছি যাদবপুরে শ্রমজীবী ক্যান্টিনে কাজ করতে। এছাড়াও আড্ডা ইত্যাদিতে যেটুকু বুঝেছি—

এক, খুব একটা অ্যাটেনশন-প্রিয় নয়,

দুই, অসম্ভব ভালো লেখার হাত,

তিন, অন্যায় মোটেই সহ্য করতে পারে না।

স্বাভাবিক। প্রকাশ্য দিবালোকে নিজের বাবাকে খুন হতে দেখা কোনও মানুষের পক্ষেই আর অন্যায় সহ্য করা সম্ভব নয়।

কাজেই আমি জানি, আমার রাজনৈতিক প্রতিনিধি হলে ও যেমন আমায় ঠকাবে না, তেমনই শুধু বন্ধু বলে অন্যায় সুযোগ পাইয়েও দেবে না।

সুতরাং, এই সুমহান গণতন্ত্রে আমার জন্য বরাদ্দ ১ সংখ্যক ভোট আমি সংযুক্ত মোর্চা সমর্থিত সিপিআই(এম) প্রার্থী পৃথা তা-কেই দেবো।

আপনি কাকে দেবেন, সেটা আপনার ব্যাপার। আমি শুধু চাই, আপনিই আপনার ভোটটা দিন। স্বেচ্ছায়, স্বাধীনতায়, গোপনে বা সোচ্চারে।

গ্রাহকদের প্রতি

নতুন চিঠির বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা যাঁদের বকেয়া রয়েছে, অবিলম্বে পরিশোধ করে পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাই। গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ১০০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়।

-কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি

নতুন চিঠি

৫ এপ্রিল, ২০২১

সংকল্পপত্র না ভাঁওতার দলিল

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচনে অন্য দলগুলোর মতো বিজেপিও তার নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করেছে—নাম দিয়েছে 'সোনার বাংলা সংকল্পপত্র ২০২১'। বিজেপির প্রধান মুখ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর যুক্তকর হাস্যমুখের ছবি সমেত। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জল ইত্যাদির কিছু প্রতীকচিহ্ন সম্বলিত প্রচ্ছদটি সুদৃশ্য। প্রতিটি পাতায় 'এবার সংস্কৃতি এবার বিজেপি', 'এবার যুব এবার বিজেপি', 'এবার মহিলা এবার বিজেপি' 'এবার সুশাসন এবার বিজেপি' এই জাতীয় ঘোষণার উপরে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রটিতে দলটি পশ্চিমবঙ্গে কী করতে চায়, তা সংক্ষেপে ঘোষিত হয়েছে। এই 'সংকল্পপত্র'কে 'টাইমস অব ইন্ডিয়া' 'shrewdly crafted please–all manifesto' অর্থাৎ 'ধূর্ততার সঙ্গে রচিত সবাইকে খুশি করতে চাওয়া' ইস্তেহার বলে বর্ণনা করেছে। 'সংকল্পপত্র' নিয়ে এটাই মূল কথা।

নিজেকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে ফ্যাসিবাদ মানুষের উৎপাদনকেন্দ্রিক শ্রেণিপরিচয় ভুলিয়ে তাদের পরিচিতি সত্তাকেন্দ্রিক আবেগকে উসকে দিয়ে নিজেকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে চায়। ইস্তেহারটি মন দিয়ে পড়লে এই সত্যটি সহজেই ধরা যায়। তা না হলে 'মাহিষ্য', 'তিলি' সম্প্রদায়কে ওবিসি তালিকায় অন্তর্ভুক্তির কথা কেন থাকবে? পশ্চিমবঙ্গে ৪২ কেন্দ্রে মতুয়া ভোট পেতে ওই সম্প্রদায় প্রধানদের মাসিক ৩০০০ টাকা পেনশনের প্রতিশ্রুতিই বা কেন থাকবে, বিশেষ করে তাদের ইস্তেহারে যারা 'ইমামভাতা'-কে সংখ্যালঘু তোষণ বলে মনে করে? শরণার্থীদের জন্য দশ হাজার টাকা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে—মনে রাখতে হবে ধর্মীয় সংখ্যালঘু শরণার্থীদের বিজেপি শরণার্থী নয়, 'অনুপ্রবেশকারী' বলে মনে করে।

ইস্তেহারে 'এবার যুব এবার বিজেপি' পাতায় প্রতি পরিবারে একজনকে কাজের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই পাতার ছবিতে কোনো যুবতীর মুখ নেই। তাহলে কী শুধু যুবকদেরই বিজেপি 'বেকার' হিসেবে চিহ্নিত করতে চায়? নিশ্চয়ই তাই, তা না হলে মেয়েদের বিয়ের জন্য এক লাখ টাকা সাহায্যের কথা থাকত না। আসলে নারীর স্ব-নির্ভরতা নয়, পুরুষতন্ত্রে সদা-নিষ্পেষিত এক সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবেই নারীকে দেখে বিজেপি।

স্ব-বিরোধ ঢাকতে 'এবার মহিলা' পাতায় সরকারি কাজে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের এবং গণপরিবহনে মহিলাদের নিখরচায় যাতায়াতের কথা বলা হয়েছে। প্রস্তাবটি সাধু হলেও এর আন্তরিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলাই যায়। কেন্দ্রীয় সরকার বছরের পর বছর মহিলা সংরক্ষণ বিল ফেলে রেখেছে, সমস্ত সরকারি ক্ষেত্র গা-জোয়ারিভাবে বেসরকারিকরণের খেলায় মেতেছে। বিজেপি শাসিত ত্রিপুরায় সরকারি নিয়োগ তুলে দেওয়া হয়েছে। সরকারিক্ষেত্রই সেখানে ক্রম-সংকুচিত হচ্ছে সেখানে বাস্তবায়িত হলেও এতে মহিলাদের কোনো সুরাহা হবে বলে মনে হয় না। আসলে ভোটারদের অর্ধেক মহিলা বলে তাদের মন পেতে সুচতুরভাবে এই 'খুড়োর কল' তৈরি করে বাজিমাত করতে চাওয়া হয়েছে।

সংকল্পপত্রে বিভিন্ন জনকল্যাণ প্রকল্পে যে হাজার হাজার কোটি টাকার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার বাস্তব ভিত্তিই নেই। এত টাকা কোথা থেকে আসবে? পশ্চিমবঙ্গ একটি অঙ্গ রাজ্য। আলাদা করে পশ্চিমবঙ্গকে কেন্দ্রীয় সরকার আর্থিক প্যাকেজ দিতে পারে না, দেওয়া উচিতও নয়, কারণ তা আঞ্চলিকতাবাদকে প্রশ্রয় দিয়ে গোটা দেশেই এক বিপজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে। ১০০ দিনের কাজকে ২০০ দিন করার 'সংকল্প' ঘোষিত হয়েছে। কারা করেছে এই সংকল্প? বিজেপি, যে দল কিনা গ্রামের মানুষের কর্মসংস্থানের এই প্রকল্পটি সরকারি অর্থের অপচয় বলে বছরের পর বছর এই খাতে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ কমিয়ে চলেছে।

আসলে দারিদ্রমুক্তি বিজেপি চায় না, তা না হলে অন্নপূর্ণা ক্যান্টিন চালিয়ে ৫ টাকায় খাদ্য প্রকল্প চালানোর কথা ইস্তেহারে বলার প্রয়োজন হতো না। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত নি-খরচায় পড়ার ব্যবস্থা করেছিল। এমনকি আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণির মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে সুযোগ পায় তাই সরকারি উদ্যোগে বহু কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছিল। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় 'ব্যবসা' করার সুযোগ পায়নি বাম আমলে। শিক্ষায় ঢালাও বেসরকারিকরণ যার শিক্ষানীতির মূল লক্ষ্য সেই বিজেপি 'কেজি টু পিজি' অবৈতনিক শিক্ষার কথা বললে ঘোড়ায়ও হাসবে। তাই মূল কথা হল তৃণমূলের অঞ্চলকেন্দ্রিক ও পরিচিতিসত্তাকেন্দ্রিক রাজনীতিকেই খেয়ালে রেখে রচিত হয়েছে এই ইস্তাহার। তাই একদিকে বাঙালির আত্মগরিমাকে উসকে দিয়ে ঘোষিত হয়েছে টেগোর ও সত্যজিত রায় পুরস্কারের গল্প যা কিনা নোবেল ও অস্কার পুরস্কারের মিনি সংস্করণ বলে প্রজ্ঞাপিত হয়েছে। অন্যদিকে তিনটি এ.আই.এম.এস স্থাপনের কথা লেখা হয়েছে যা স্থাপিত হবে উত্তরবঙ্গ, জঙ্গলমহল ও সুন্দরবনে। উত্তরবঙ্গে রায়গঞ্জের এ.আই.এম.এস স্থাপনের কথা আপাতত ঠাণ্ডা ঘরে। বাকি দুটোর স্থানটি পাঠক খেয়ালে রাখবেন। অতএব সাধু সাবধান।

শহিদ সুদীপ্ত গুপ্তকে স্মরণ করল এস.এফ.আই

বর্ধমান, ২ এপ্রিল : ভারতের ছাত্র ফেডারেশন বর্ধমান শহর কমিটির উদ্যোগে বর্ধমান নার্স কোয়ার্টার মোড়ে স্মরণ করা হল শহিদ সুদীপ্ত গুপ্তকে। ছাত্র সংসদ নির্বাচন, সকলের জন্য শিক্ষা ও কাজের দাবিতে আন্দোলনে মমতা ব্যানার্জীর পুলিশের হাতে শহিদের মৃত্যুবরণ করেন ২০১৩ সালে। এদিন সুদীপ্ত গুপ্তকে নার্স কোয়ার্টারের মোড়ে এক পথাসভায় স্মরণ করা হয়।

ভারতে ক্রমবর্ধমান ফ্যাসিবাদী আগ্রাসন

জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য

প্রাচীন রোমের ক্ষমতার প্রতীক fesces বা দড়িতে বাঁধা একগুচ্ছ লাঠিকে দলীয় প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করে ১৯২০ সালে মুসোলিনির নেতৃত্বে ফ্যাসিস্ত বাহিনীর রোম অভিযান এবং ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে ইতালিতেই প্রথম ফ্যাসিবাদের উত্থান ঘটে। প্রধানমন্ত্রীর পদ দখল করে অচিরেই সর্বক্ষমতাসম্পন্ন এক মহানায়ক (Duce) রূপে প্রতিবাদের সমস্ত কণ্ঠকে রুদ্ধ করে মুসোলিনি যে একচ্ছত্র স্বৈরশাসনের প্রতিষ্ঠা করেন, তা-ই ইতিহাসে ফ্যাসিবাদ নামে পরিচিত। বিশেষ চরিত্রের এই একনায়কতন্ত্রকে এক আর্যবাদী হিংস্র একনায়কতন্ত্রের পূর্ণ বীভৎসায় উত্তীর্ণ করার কৃতিত্ব অবশ্যই জার্মানির নাৎসি দলের নায়ক হিটলার-এর। ১৯৩৩ সালে চ্যান্সেলর পদে অভিষিক্ত হবার এক বছরের মধ্যেই মহানায়ক (Fuehrer) হিসাবে স্থিত শাসন-কাঠামোকে ধ্বংস করে ও বিরোধীদের, বিশেষত কমিউনিস্টদের সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে তিনি নাৎসিবাদের প্রতিষ্ঠা করেন। হিটলারের এই নাৎসিবাদের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে মুসোলিনিও তাঁর ফ্যাসিবাদকে হিংস্রতর করে তোলেন। ইতালি ও জার্মানি ছাড়াও ইওরোপের আরও কয়েকটি দেশে, যেমন পোল্যান্ড, যুগোস্লাভিয়া, গ্রিস, বুলগেরিয়া, পর্তুগাল, বেলজিয়াম, হাঙ্গেরি ও স্পেনে, এবং এশিয়ায় তোজো-র নেতৃত্বে জাপানেও নানা নামে কমবেশি একই ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে।

ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত, সামরিক ইত্যাকার বিভিন্ন ধরনের একনায়কতান্ত্রিক শাসনের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা মানবজাতির আছে। কিন্তু ফ্যাসিবাদের চরিত্র গুণগতভাবেই আলাদা। জার্মানিতে ফ্যাসিবাদীরা মূল রাজনৈতিক শত্রু হিসাবে কমিউনিস্টদের চিহ্নিত করে। অন্যদিকে ইতর জাতির লেবেল লাগিয়ে ইহুদি ধর্মাবলম্বী নৃকুলগোষ্ঠীকে মহান আর্য জার্মান জাতির ঘৃণ্য শত্রু হিসাবে ঘোষণা করে তাদের উপর হিংস্রতম আক্রমণ নামিয়ে আনে। তাদের বেঁচে থাকার অধিকারটুকু পর্যন্ত কেড়ে নিয়ে ৬০ লক্ষ ইহুদিকে গ্যাসচেম্বারে পুরে বা অন্য নৃশংস পদ্ধতিতে হত্যা করা হয়।

বিশ্বাধিপত্যের লক্ষ্যে সামরিক শক্তিবৃদ্ধিকে অগ্রাধিকার দিয়ে ফ্যাসিবাদ যুদ্ধবাজি শুরু করে এবং ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে অনিবার্য করে তোলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদ অবশ্য পরাস্ত হয়েছে, কিন্তু উত্তরাধিকার হিসাবে রেখে গেছে রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার এমন কিছু পদ্ধতি-প্রকরণ, যা নানা দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থায় অনুসৃত হয়ে চলেছে নানা রূপে, নানা বিভঙ্গে। ফ্যাসিবাদের ইতিহাস একই সঙ্গে অবশ্য রেখে গেছে তার লক্ষণগুলিকে চিনে নেবার ও তার বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের উজ্জ্বল উত্তরাধিকারকেও।

ফ্যাসিবাদের চরিত্রলক্ষণগুলিকে তাই বিশদভাবে চিনে নেওয়া দরকার।

১) ডিমিট্রভের ভাষায়, ক্ষমতাসীন ফ্যাসিবাদ হলো লগ্নিপুঁজির সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল, সবচেয়ে উগ্র জাতিবাদী এবং সবচেয়ে সাম্রাজ্যবাদী অংশের খোলাখুলি সন্ত্রাসবাদী একনায়কতন্ত্র।

২) সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের নৃকুলগত পরিচয় বা ধর্মকে জাতির মানদণ্ড হিসাবে তুলে ধরে এবং তার শ্রেষ্ঠত্বের দাবি নিয়ে ফ্যাসিবাদ এক উগ্র জাত্যভিমানকে জাগিয়ে তোলে। তার অনন্য প্রতিভূ ও একমাত্র রক্ষক হিসাবে নিজেকে জাহির করে জঙ্গি ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং অন্য কোনো নৃকুল বা ধর্মগোষ্ঠীকে তার প্রধানতম শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করে প্রত্যক্ষ আক্রমণের লক্ষ্য করে তোলে।

৩) সমাজকে জাতির মধ্যে, জাতিকে রাষ্ট্রের মধ্যে, রাষ্ট্রকে দলের মধ্যে এবং ব্যক্তিকে দলতন্ত্রের মধ্যে আবদ্ধ করে দলনায়ককে এক মহামানব, জাতীয় ইচ্ছার মূর্ত প্রতীক, জাতির ত্রাতা এবং বিশ্ব-আধিপত্যের বীর নায়কের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করে ফ্যাসিবাদ তাঁর প্রতি ভক্তি-আপ্লুত প্রশ্নহীন আনুগত্য দাবি করে।

৪) এক সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রযন্ত্রের নিষ্পেষণের পাশাপাশি বেসরকারি ঝটিকাবাহিনী গঠন করে ও তাদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপকে ছাড়পত্র দিয়ে হিংসা, প্রতিহিংসা, সন্ত্রাস ও গণহত্যার মাধ্যমে ফ্যাসিবাদ সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার ও প্রতিবাদের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে এবং ঘোষিত শত্রুর উপর যাবতীয় খারাপের দায় আরোপ করে তাকে আক্রমণের মূল লক্ষ্য করে তোলে।

৫) জাতীয় নিরাপত্তাকে ফ্যাসিবাদ দেশপ্রেমের আবেগমথিত শ্লোগানে পরিণত করে এবং বিরোধীদের জাতীয় স্বার্থ-বিরোধী এমনকি দেশদ্রোহী প্রতিপন্ন করে আক্রমণের লক্ষ্য করে তোলে।

৬) পুলিশ-মিলিটারিকে দলদাসে পরিণত করে প্রতিপক্ষকে দমন করার জন্য ফ্যাসিবাদ তার হাতে ক্ষমতার যথেচ্ছ অপব্যবহারের ছাড়পত্র তুলে দেয়।

৭) নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে, নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে দখলে এনে, বিরোধী ভোটারদের সন্ত্রস্ত করে সমগ্র নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করে ফ্যাসিবাদ নিজ দলের বিপুল জয়কে সুনিশ্চিত করে।

৮) যে-কোনো ভিন্ন মতের প্রতি চূড়ান্ত অসহিষ্ণু ফ্যাসিবাদ যে-কোনো প্রতিবাদী কণ্ঠকে স্তব্ধ করতে যে-কোনো দমনমূলক পদ্ধতি গ্রহণে সদাপ্রস্তুত। প্রতিপক্ষকে মিথ্যা অভিযোগে নিগৃহীত ও মিথ্যা মামলায় নাজেহাল করে তাদের বিরুদ্ধে জন-ঘৃণাকে উস্কে দিতে চায়। প্রতিপক্ষ যাতে ন্যায়বিচার না পায় তার জন্য নির্বিচার মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বিচারব্যবস্থাকেও কার্যত পঙ্গু করে তোলে।

৯) ফ্যাসিবাদ যুক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এক আবেগমথিত বিশ্বাস ও আকাঙ্ক্ষা দ্বারা মানুষের চিত্ত জয়ের লক্ষ্যে দলের পতাকা উড়িয়ে, শরীরে দল বা দলনায়কের প্রতীক ধারণ করে, সস্তা শ্লোগানে, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিনাশসাধনের উত্তেজক আহ্বানে ফ্যাসিবাদ এক গণ-উন্মাদনার সৃষ্টি করতে চায়।

১১) কোনো নির্দিষ্ট কর্মসূচি নয়, দলনায়ক যখন যা করা উচিত বলে মনে করেন সেটাই তখনকার কর্মসূচি। উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে-কোনো কাজ এবং যে-কোনো পদ্ধতিই ফ্যাসিবাদের কাছে গ্রহণযোগ্য।

১২) শ্রেণিগত প্রতিপক্ষ হিসাবে কমিউনিস্টরাই ফ্যাসিবাদের প্রধানতম শত্রু, কারণ ফ্যাসিবাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থান শ্রমিক শ্রেণি ও তার স্বার্থের বিপ্রতীপে। কাজেই সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনের সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে তাকে পঙ্গু করে দিতে চায়। একই সঙ্গে তার অভিমুখকে শ্রেণি-সংগ্রাম ও সমাজতন্ত্রের দিক থেকে ঘুরিয়ে দিতে গোয়েবেলস-এর ভাষায় true socialism বা 'খাঁটি সমাজতন্ত্র'-র কথা আউড়ে এক তাত্ত্বিক ধোঁয়াশার সৃষ্টি করে। অন্য কোনো শ্রেণি বা গোষ্ঠীও যাতে নিজেকে বঞ্চিত মনে করে দূরে সরে না যায়, তার জন্য ফ্যাসিবাদ সব শ্রেণি ও গোষ্ঠীর সবরকম স্বার্থের কথাই বলে এবং সবাইকেই ঢালাও ভাবে সবরকম প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রত্যাশায় উন্মুখ করে রাখতে চায়।

১৩) নিদারুণ মন্দা ও বেকারির চাপে সর্বদাই সর্বহারা বনে যাবার ভয়ে ভীত সরব মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে লোভ দেখিয়ে, জাত্যভিমানে মথিত করে ফ্যাসিবাদ তার অনুকূলে নিয়ে আসতে চায়।

১৪) বুদ্ধিজীবীদের প্রলুব্ধ করে দলীয় পরিবৃত্তে টেনে এনে ফ্যাসিবাদ তার ভাবমূর্তিকে উন্নীত ও মানুষের শ্রদ্ধা অর্জনে সচেষ্ট হয়।

১৫) পুরুষতন্ত্রের প্রতিভূ হিসাবে নারী-স্বাধীনতাকে হরণ করে তাদের অবদমিত করে।

১৬) সমস্ত গণ-সংগঠন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ সকল রকমের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের উপর দখলদারির মাধ্যমে দলের তথা দলনেতাদের দাপটকে নিরঙ্কুশ করে তোলে।

১৭) নানা প্রলোভন সৃষ্টি করে ও অর্থ বিলিয়ে এবং নানা উৎসব-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পপুলার কালচারের উদ্দীপনায় মানুষকে মাতিয়ে তুলে ফ্যাসিবাদ নিজের প্রতি সমর্থন নিশ্চিত করে এবং জনসমর্থনের প্রদর্শনী হিসাবে সেগুলিকে ব্যবহার করে।

১৮) গণমাধ্যমকে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে করায়ত্ত করে ফ্যাসিবাদ তাকে আপন মাহাত্ম্য প্রচার, দলের যাবতীয় অপকর্মকে আড়াল করা কিংবা অভিনন্দনযোগ্য করে তোলার জন্য তথ্যবিকৃতির আশ্রয় নেয় এবং প্রচার-কৌশলে মানবাধিকার-দলনকেও জনগণের কাছে গ্রহণীয় করে তোলার কাজে ব্যবহার করে।

১৯) মিথ্যা হল ফ্যাসিবাদের প্রধান অবলম্বন, কেননা ফ্যাসিবাদ বিশ্বাস করে মিথ্যাকেও যথেষ্ট জোরের সঙ্গে অবিরাম সত্য হিসাবে প্রচার করতে পারলে মিথ্যাই জনমানসে সত্য হিসাবে প্রতিভাত হয়।

২০) যা কিছু খারাপ তার দায় চাপাবার জন্য প্রতিপক্ষের দিকে মানুষের দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে দিয়ে উত্তেজক অপপ্রচারে মানুষকে খেপিয়ে তুলে তাকেই স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত গণপ্রতিক্রিয়া হিসাবে দেখাতে চায়।

২১) বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বীয় আধিপত্য নিরঙ্কুশ করার জন্য ফ্যাসিবাদ মিলিটারিকে গৌরবান্বিত ও অতিসক্রিয় করে তোলে। তাই সমরবাদই হয়ে ওঠে ফ্যাসিবাদের বিদেশনীতির সারবস্তু।

ফ্যাসিবাদের উপরোক্ত চরিত্রলক্ষণগুলিই কমবেশি হিন্দুত্ববাদী বিজেপি ও সঙ্ঘ-পরিবারের মধ্যে বিদ্যমান। ফ্যাসিবাদের প্রকৃত উত্তরসাধক হিসাবে মুসোলিনি ও হিটলার প্রদর্শিত পথ ধরেই গণতন্ত্রের মুখোস পরে, ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতাকে মেকি-ধর্মনিরপেক্ষতা হিসাবে নাকচ করে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের শ্লোগানে ভারতকে একটি হিন্দু ধর্মীয় রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে তারা এগিয়ে চলেছে। গণতন্ত্রের সুদীর্ঘ ঐতিহ্যসম্পন্ন ভারত এখন পুণ্য আর্যভূমি তথা হিন্দুভূমি হিসাবে বিজেপি দলের শাসনাধীন। আর এস এস নায়ক যে নরেন্দ্র মোদির মুখ্যমন্ত্রিত্বকালে গোধরায় সবরমতী এক্সপ্রেস একটি অগ্নিকাণ্ডে অযোধ্যা-প্রত্যাগত করসেবকদের মৃত্যুর জন্য মুসলমানদের দায়ী করে ২০০২ সালে ২৭ ফেব্রুয়ারি প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদতে সারা রাজ্য জুড়ে মুসলিম-নিধন যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, সেই নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বেই ২০১৪ সালের ২৮ মে

—এরপর চারের পাতায়

সবচেয়ে বড়ো ট্রাজেডি (পর্ব-২)

শিবানন্দ পাল

আসলে ১৯২২-এর ৫ ফেব্রুয়ারি চৌরিচৌরার ঘটনা গান্ধীজির কাছে ছিল অশনিসংকেত। তিনি মনে করেছিলেন দেশবাসীর বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের আগ্রহ যদি নিয়ন্ত্রিত না হয় তা হবে কংগ্রেস নেতৃত্বের পক্ষে বিপজ্জনক। বিশেষ করে ভারতের যুব সমাজ ব্রিটিশ বিরোধিতায় নতুন রাস্তার সন্ধান পেয়ে যাবেন। অহিংস এবং সশস্ত্র দুই ধারার বিরোধী দেশবাসীর ধর্মীয় পরিচিতি অনুযায়ী আরএসএস এবং মুসলিম লিগের মধ্যে আরেকটি মতও তৈরি হচ্ছিল। পরিণতিতে দেশভাগের মতো দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির দিকে ভারতবাসীকে ঠেলে দেওয়া হয়। হিন্দু রাষ্ট্রের ধারণা প্রত্যাখ্যাত হবার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় গান্ধিজিকেও জীবন বলিদান দিতে হয়। কিন্তু আরএসএস-এর দর্শন বাস্তবায়নের কাজ চলতেই থাকে, যা স্বাধীন ভারতে আজও আমাদের ভাবিয়ে তুলেছে। বর্তমানে সেজন্য সিএএ, এনআরসি ও এনপিআর বিরোধী সংগ্রামে ভগত সিংদের চিন্তা-ভাবনা আলোচনা করা জরুরি হয়ে উঠেছে।

ভগত সিংদের ফাঁসির দিন গান্ধিজি তাঁদের ফাঁসির বিষয়ে যে চিঠি তৎকালীন ভাইসরয়কে লিখেছিলেন সেই চিঠি এখন ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে দিল্লির আর্কাইভে শোভা পাচ্ছে।

চিঠিটির বয়ান হল—

M. K. Gandhi
1 DARYAGANJ– DELHI–
March 23– 1/31
The Viceroy–
Govt. of India.
DEAR FRIEND–

It seems cruel to inflict this letter on you– but the interest of peace demands a final appeal. Though you were frank enough to tell me that there was little hope of your commuting the sentence of death on Bhagat Singh and two others– you said you would consider my submission of Saturday. Dr. Sapru met me yesterday and said that you were troubled over the matter and taxing your brain as to the proper course to adopt. If there is any room left for reconsideration– I invite your attention to the following.

Popular opinion rightly or wrongly demands commutation. When there is no principle at stake– it is often a duty to respect it.

In the present case the chances are that– if commutation is granted– internal peace is most likely to be promoted. In the event of execution– peace is undoubtedly in danger.

Seeing that I am able to inform you that the revolutionary party has assured me that– in the event of these lives being spared– that party will stay its hands– suspension of sentence pending cessation of revolutionary murders becomes in my opinion a peremptory duty.

Political murders have been condoned before now. It is worth while saving these lives– if thereby many other innocent lives are likely to be saved and maybe even revolutionary crime almost stamped out.

Since you seem to value my influence such as it is in favour of peace– do not please unnecessarily make my position– difficult as it is– almost too difficult for future work.

Execution is an irretrievable act. If you think there is the slightest chance of error of judgment– I would urge you to suspend for further review an act that is beyond recall.

If my presence is necessary– I can come. Though I may not speak I may hear and write what I want to say.

''Charity never faileth.''

I am–
Your sincere friend–
M. K. Gandhi

(From a Photostat - C.W. /343. Courtesy- India Office Library)

১৯২৯, ১০ জুলাই ভগত সিংদের মামলা শুরু হয়। মামলায় মোট ৩১জন তালিকাভুক্ত ছিলেন। যতীন্দ্রনাথ দাস এবং ভগবতীচরণ ভোরা মামলার মাঝপথে আত্মবলিদান দিয়ে চিরমুক্ত হন। চন্দ্রশেখর আজাদকে তখনও পুলিশ ধরতে পারেনি। রায়ে ১৩ জনের যাবজ্জীবন হয়। ২জনের পাঁচ ও ষাট বছরের কারাবাস হয়। ৩জন বেকসুর হন। ভগত সিং সহ শুকদেব ও রাজগুরুর ফাঁসি হয়। বাকি ৭জন ছিলেন রাজসাক্ষী। মামলা শুরু হতেই এরা বাদ চলে যায়। রাজসাক্ষীরা সকলেই লাহোর ছেড়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গাঢাকা দেয়। পুলিশ তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। মামলার রায় হয়ে যাবার পর চন্দ্রশেখর আজাদ ভগত সিংদের জেল ভেঙ্গে উদ্ধার করার চেষ্টা করেন। ১৯৩১, ২৭ ফেব্রুয়ারি দিল্লির আলফ্রেড পার্কে ইংরেজদের সঙ্গে সামনাসামনি যুদ্ধে তিনি প্রাণ বিসর্জন দেন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

আমার দৈনিক রাশিফল ও ভাগ্যবিচার

চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সকালের কাগজে দৈনিক রাশিফল নিয়ে বিড়ম্বনা। নিজের রাশি জানা নেই। বয়স্করা গত হওয়ায় কারো কাছে জানবো, সে উপায় নেই। অগত্যা নিজেই আমার রাশি ঠিক করলাম। মেষ, বৃষ, সিংহ, মকর, মীন, কর্কট, বৃশ্চিক, মিথুন, কন্যা ধনু বাদ। পড়ে রইল তুলা আর কুম্ভ রাশি। আমি সব সময়ে ঠিক তুল্য মূল্য বিচার করে উঠতে পারিনা, তাই তুলা বাদ। হাতে রইল 'কুম্ভ'। আমার খুব পছন্দ হল। তবে এর পেছনে গূঢ় কারণটা হল, সেদিনের কাগজে একমাত্র কুম্ভ রাশির অর্থপ্রাপ্তি ছিল।

মাথানষ্ট-১ : বিল গেটসের প্রতি ঘন্টায় আয় প্রায় পাঁচলক্ষ ডলার, মুকেশ আম্বানির প্রায় এগারো কোটি টাকা। ঘন্টায় এক কোটি থেকে একহাজার টাকা আয় করেন এমন মানুষের সংখ্যা অনেক, আমি জানিনা এদের সবাই 'কুম্ভ' রাশি কিনা। আর বিশেষ কিছু না জেনেই বলা যায় যে বিশ্বের দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ঢের বেশি এবং এই বেশি মানুষের অনেকেই 'কুম্ভ' রাশি নিয়ে জন্মেছেন। তাই রাশিফল নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়ল।

মাথানষ্ট-২ : নির্বাচনের বাজারে যজ্ঞ থেমে নেই। গত বছরে যতগুলি নির্বাচন হয়েছে, সবক্ষেত্রেই এক বা একাধিক রাজনৈতিক দল বহু কোটি টাকা ব্যয় করে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছে। এমনকি আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সমর্থনে গুজরাট, মহারাষ্ট্রে গণ্ডায় গণ্ডায় মহাযজ্ঞ হয়েছে। স্থান, তারিখ নেটে আছে। যজ্ঞার্থীরা দরিদ্র মানুষকে দুমুঠো খেতে দেয়নি, যজ্ঞ করেও ট্রাম্পকে জেতাতে পারেনি। অথচ তেমন যজ্ঞ পশ্চিমবাংলায়, আসামে বা অন্য রাজ্যে এখনো হচ্ছে। দেখুন, দেখতে থাকুন।

মাথানষ্ট-৩ : ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ফলিতজ্যোতিষ চর্চায় বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। ফলিতজ্যোতিষ মানে ভাগ্যগণনা। পণ্ডিত মানুষ। জ্যোতিষচর্চার জন্যে নানান গ্রন্থ সংগ্রহ করেছিলেন। তিন কন্যার পিতা, কোনো পুত্র ছিলনা। নিজে ঠিকুজি কোষ্ঠী বিবেচনা করে বড় মেয়ের বিয়ে দিলেন। অল্পদিন পরেই বড় মেয়ে বিধবা হয়ে বাবার কাছে ফিরে এলেন। যন্ত্রণাকাতর পিতা গণনায় ভুল ছিল ভেবে শান্তি খুঁজলেন। দ্বিতীয় মেয়ের বিয়ের সময় আরো যত্ন করে ভাগ্য গণনা করলেন, বিয়ে দিলেন সুপাত্রে।

—এরপর চারের পাতায়

বাজার ও দরিদ্র মানুষ ঃ পরস্পরের শত্রু না সহায়ক শক্তি? (২)

শান্তনু কুমার ঘোষ

পূর্ববর্তী পর্বে আমরা দেখেছি যে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে ব্যবসায়িক দর্শনও উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়েছে এবং সেই পরিবর্তন দরিদ্র মানুষের প্রতি বাজার ব্যবস্থার আচরণগত রূপটিকে উন্মোচিত করে। ১৯৯৯ সালে সুইজারল্যান্ডের দাভোস শহরে অনুষ্ঠিত World Economic Forum-এর সভায় 2000's Development শীর্ষক আলোচনায় অংশ নিয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের তৎকালীন মহাসচিব কোফী আন্নান বিশ্ববাজার তথা পুঁজিবাদের সামাজিক মুখ-এর প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। তাঁর প্রস্তাব অনুসারে, বিশ্ব ব্যবস্থার নানান সমস্যার (আর্থিক, সামাজিক ও পরিবেশগত) সমাধানের উদ্দেশ্যে UN Global Compact ২০০০ সালের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যবসায়ীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র সঙ্ঘের এই প্রতিষ্ঠানটি দশটি নীতি (মানবাধিকার-২, শ্রম সম্পর্কিত-৪, পরিবেশ সম্পর্কিত-৩ এবং দুর্নীতি বিরোধী-১) প্রণয়ন করে যেগুলিকে উদ্দেশ্য হিসাবে সামনে রেখে বিশ্বব্যাপী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি সমবেতভাবে কাজ করবে, এমনটাই ভাবা হয়েছিল।

স্মরণ করা যেতে পারে যে প্রায় একই সময়ে রাষ্ট্র সঙ্ঘের সভায় বিশ্বের ১৯১টি সভ্য দেশের সম্মতি অনুসারে আটটি উদ্দেশ্য সম্বলিত (চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নির্মূল করা; সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন; লিঙ্গ সমতা উন্নীত করা এবং নারীর ক্ষমতায়ন; শিশু মৃত্যু হ্রাস করা; মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়ন; এইচআইভি/এইডস, ম্যালেরিয়া, এবং অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ; পরিবেশগত স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা এবং উন্নয়নের জন্য একটি বৈশ্বিক অংশীদারত্ব বিকাশ) সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) ঘোষিত হয়। বিশ্ব বাজার ব্যবস্থার নিজস্ব কার্যপ্রণালীকে সামাজিক উদ্দেশ্যে জারিত করার এহেন উদ্যোগকে ক্লস এম লেইসিঙ্গার-যিনি UN Global Compact-এর প্রতিষ্ঠাতা প্রধান-নির্বাহী কর্মকর্তা (CEO) ছিলেন, 'পুজিবাদের মানবিক মুখ' নামে অভিহিত করেছেন। বর্তমানে (২০১৬-২০৩০) সমগ্র বিশ্ব ১৬৯টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৭ টি উন্নয়নের স্থিতিশীল উদ্দেশ্য (Sustainable Development Goal) পুরণে সচেষ্ট। ব্যবসায়ী কুলও এই প্রচেষ্টার অংশীদার। পুঁজিবাদের এই নব কলেবরটিতে উত্তরণের ধারার বিশ্লেষণ করতে হলে সমাজের সঙ্গে ব্যবসায়ের সম্পর্কের বিবর্তনকে অনুধাবন করা প্রয়োজন। বর্তমান প্রয়াস এই কাজটি সংক্ষিপ্ত আকারে করার জন্য নিবেদিত।

বর্তমান বিশ্ব যে তিনটি মূল সমস্যার সমাধানের জন্য সচেষ্ট সেগুলি হল- জলবায়ুর পরিবর্তন, অসাম্য এবং শাসন ব্যবস্থার যথাযথ পরিচালনার অভাব। এই শতাব্দীর শুরুর সময় থেকেই উল্লেখিত সমস্যাগুলি সমাধানকল্পে করণীয় সমস্ত কাজকে মুলতঃ তিনটি পৃথক ভাগে বিন্যস্ত করা হয়। বহুল পরিচিত সেই তিনটি ভাগ হল— পরিবেশ সংক্রান্ত (Environmental), সামাজিক (Social) ও শাসন বা পরিচালনা (Governance); সংক্ষেপে ইংরাজিতে পরিচিত ESG নামে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে ভয়ংকর ক্ষতির হাত থেকে বর্তমান সভ্যতাকে বাঁচাতে হলে এই সমস্যাগুলির সমাধানে সকলের সমবেতভাবে সক্রিয় অংশগ্রহণ জরুরি। স্বভাবতই ব্যবসায়ী সংগঠনকেও একইভাবে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে—এটাই সমাজের প্রতি ব্যবসায়ের দায়িত্ব।

কিন্তু আজ যেভাবে এই দায়িত্বের কথা দ্বিধাহীনচিত্তে সকলে স্বীকার করেন অতীতে সেকথা কল্পনাও করা যেত না। যদিও আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে শিল্প বিপ্লবের বহু আগে ১৭১৩ সালে ভন কারলোউইচ নামে এক ব্যক্তি যিনি পেশাগত ভাবে একজন খনি শিল্পের হিসাব রক্ষক ছিলেন, একটি বই লেখেন ও প্রকাশ করেন। এই বইয়ের বিষয়বস্তু ছিল প্রাকৃতিক সম্পদের নির্বিচার ব্যবহার ও তদজনিত কার সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ সমস্যা। বর্তমানে যে ত্রিমুখী সমস্যায় আমরা জর্জরিত তাঁর লেখা বইতে তার সুনির্দিষ্ট ইঙ্গিত ছিল। নেদারল্যান্ডের খনি ব্যবসায়ের কাজে নিযুক্ত এই ব্যক্তি তাঁর কাজের অভিজ্ঞতা থেকেই এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন, কিন্তু শিল্প বিপ্লবেরও আগে সমস্ত সমাজ যখন সামন্ত প্রভুদের শাসনাধীন তখন তাঁর কথার গুরুত্ব দেওয়ার কথা শোনা যায় না। বস্তুত এই বই প্রকাশের প্রায় আড়াইশ বছরের ও বেশি সময় পরে বিংশ শতকের শেষ প্রান্তে এসে গবেষকদের দৃষ্টি এই বইটির প্রতি আকৃষ্ট হয়।

এই অষ্টাদশ শতকেরই অতি উল্লেখযোগ্য দুটি ঘটনা যা সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থাকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে সেগুলি হল;১৭৬০ সালে শুরু হওয়া শিল্প বিপ্লব ও অ্যাডাম স্মিথ লিখিত ১৭৭৬ সালে 'An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations' বইটির প্রকাশ । মুক্ত বাজার অর্থনীতির পক্ষে রচিত অর্থনীতির এই বাইবেল ও পুঁজিবাদের আত্মপ্রকাশ-- এই দুই যুগলের জয়যাত্রার যুগপৎ সূচনা ঘটে এই সময়কালে। এরই মধ্যে ক্রমশ বিকশিত হতে থাকে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও অবাধ লুণ্ঠন। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সময়কালকে চিহ্নিত করা যায় মূলত ঔপনিবেশিকতার শস্ত্রে সজ্জিত সাম্রাজ্যবাদ-এর কোলে পুঁজিবাদের লালিত হওয়া ও বিশ্বব্যপী দারিদ্র, বঞ্চনা ও শোষণের অন্ধকার অতল গহ্বর সৃষ্টির পর্যায় হিসাবে। এর বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা ও সাম্রাজ্যবাদের শাসন থেকে মুক্ত রাষ্ট্র গুলির স্বাধীনভাবে পথচলা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সন্দেহ নেই। কিন্তু অবাধবাণিজ্যর জয়যাত্রা দেশ-কাল ভেদে কম বা বেশি মাত্রায় কার্যকরী থেকেছে শুধু তাই নয় বিশ্বায়নের নামে লুণ্ঠন ক্রমশ বেড়েছে বই কমেনি।

শোষণের একটি ছোট উদাহরণ হল ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে মাথাপিছু আয়ের বৈষম্য। অষ্টাদশ শতকে দুটি দেশের মধ্যে আর্থিক বৈষম্য ছিল নেহাতই সামান্য; ১৯৬০ সাল নাগাদ ব্রিটেনের মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ভারতবর্ষের তুলনায় ৩৫ গুণ বেশি। বিভিন্ন দেশের মধ্যে আর্থিক বৈষম্যের পরিমাণ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায় ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত অর্থনীতিবিদ জেড এন ডাভিডিআন-এর লেখা থেকে। এ পি থিরলওয়াল-কে উদ্ধৃত করে তিনি জানাচ্ছেন, যদি ধরে নেওয়া হয় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আয় তথা উন্নয়ন আর বাড়বে না, তবে আর্থিকভাবে সেই দেশের সমান হতে মালয়েশিয়া নেবে ৪৯৪ বৎসর, মালাওই নেবে ৭২৭ বৎসর এবং পাকিস্তানের প্রয়োজন ১৭৬০ বৎসর। স্বভাবতই এই সময়কালে পুঁজিবাদ সমগ্র বিশ্বকে আর্থিক দিক থেকে সীমাহীন শোষণ করেছে তো বটেই সেই সঙ্গে প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানবিক সম্পদকেও নির্বিচারে লুণ্ঠন করেছে। ১৯৭০ সালে অর্থনীতিবিদ মিলটন ফ্রিডম্যান পরোক্ষে এই শোষণকে সমর্থন করে একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর মতে ব্যবসায়ের কাজ হল মুনাফা অর্জন করা; আর এটিই হল সমাজের প্রতি তার যথার্থ বা সঠিক দায়িত্ব পালন।

এই দশকটি আরও একটি কারণে উল্লখযোগ্য। কলোনি রাষ্ট্রগুলি যা এক সময় শিল্পোন্নত দেশগুলির কাছে মুক্ত বাজার ছিল সেগুলি স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ক্রমশ দরজা বন্ধ করে দেয়। উন্নত দেশগুলির উপর এর ফল হয় মারাত্মক। বাজারের অভাবে শুরু হয় অর্থনৈতিক বন্ধ্যাত্ব ও উচ্চহারে মুদ্রাস্ফীতি। এর হাত থেকে বাঁচতে অর্থনীতিবিদ টিনবারজেনের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির প্রস্তাব অনুসারে বিশ্বায়নের তথা খোলাবাজার অর্থনীতি ও বেসরকারিকরণের পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিশেষ অধিবেশনে, ১৯৭৪ সালে। অধ্যাপক জোসেফ স্তিগলীজ ও অন্যান্য অর্থনীতিবিদদের তৈরি করা রিপোর্ট [World Commission on the Social Dimension of Globalization (2003)] থেকে এই সিদ্ধান্তের ফল কি হয়েছিলো তা আমরা জানতে পেরেছি। সুতরাং ঐতিহাসিকভাবে একথা প্রমাণিত যে মুক্ত বাজার ব্যবস্থা দারিদ্র সৃষ্টির যন্ত্র হিসাবে কাজ করেছে। সে তার মুনাফা অর্জনের স্বার্থে যত শ্রমিককে কাজ দিয়েছে শোষণ করেছে তার থেকে অনেক বেশি। আর সেই কারণেই এক শতাংশ মানুষের অধিকারে থাকা মোট সম্পদের পরিমাণ বিশ্বের বাকি ৯৯ শতাংশের হাতে থাকা সম্পদের থেকেও বেশি।

কিন্তু অর্থের অঙ্কে প্রকাশিত বৈষম্যের তথ্য শোষণের প্রকৃত হিসাব দেয় না। এর সঙ্গে যুক্ত হওয়া উচিত প্রাকৃতিক সম্পদের লুণ্ঠন ও বিশেষত পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত ক্ষতি। বিশেষজ্ঞদের মতে এই ক্ষতির হিসাবও সমস্যার প্রকৃত চিত্র প্রকাশে সক্ষম নয়; কেননা জলবায়ু পরিবর্তনের মত সমস্যার হিসাব একরকম অসম্ভব, কিছুটা অনুমান করা যায় মাত্র। এসম্পর্কে আলোচনা পরবর্তী পর্বে।

বর্ধমানে ষষ্ঠ দফা নির্বাচনে মনোনয়ন জমা দিতে যাচ্ছেন সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থীরা।

কাটোয়া কেন্দ্রের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দিলেন সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থী সুদীপ্ত বাগচী।

সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থীকে জেতাতে চায় তাঁত শিল্পীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী ৩ এপ্রিল : চরম দুঃসময়ে পাশে থেকেছে বাম কর্মীরা, তাই সংযুক্ত মোর্চাকে জেতাতে চাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প মন্ত্রীর বাড়ির এলাকার তাঁত শিল্পীরা তুললেন এই আওয়াজ। পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের সংযুক্ত মোর্চা সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী অভিজিৎ ভট্টাচার্য এদিন ভোট প্রচার শুরু করেন শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজ্যধরপুর গ্রাম থেকে। এখানেই বাড়ি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পমন্ত্রী স্বপন দেবনাথ-এর। তিনি এবার পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের প্রার্থীও। তার বাড়ির এলাকায় তাঁত শিল্পীরা তাকে ভোট না দিয়ে কেন সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থীকে জেতাতে চাইছেন? এর কারণ হিসেবে তাঁত শ্রমিকরা জানান, পূর্বস্থলী থানা তাঁত শিল্প নিবিড় এলাকা। এই এলাকায় বহু মানুষ এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। বিগত লকডাউনের সময় হঠাৎ পাওয়ারলুম মালিকরা শ্রমিকদের মজুরি প্রায় অর্ধেক করে দেন। এর প্রতিবাদ করলে শ্রমিক ছাঁটাই শুরু হয়ে যায় যথেচ্ছভাবে। তাতে চরম বেকায়দায় পড়ে যান পূর্বস্থলী এলাকার চার হাজার পাওয়ারলুম তাঁত শ্রমিক। শ্রমিকদের এই দুঃসময়ে পাশে এসে দাঁড়ায় সিআইটিইউ অনুমোদিত পূর্ব বর্ধমান জেলা তাঁত শ্রমিক ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নের পতাকা নিয়ে শ্রমিকরা আন্দোলনে শুরু করেন। তাই সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থী অভিজিৎ ভট্টাচার্য যেখানে গেছেন, সেখানেই সাদর অভ্যর্থনা পেয়েছে তাঁত শ্রমিকদের। সংখ্যালঘু বাড়ির মহিলাদের দেখা গেছে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে তাকে অভ্যর্থনা জানাতে।

গদি

কালিদাস ভদ্র

ভোট এল দোর খোল
কপ্টারে কে
চাল চোর বউ চোর
ঘরে তালা দে।

খোলা ঘরে ঢুকে যাবে
রাবণের বংশ
হাতে থালা মুখে খেলা
দেবে করে ধ্বংস।
খেলা মানে গদি চাই
লুটে পুটে খাওয়া
ভোট শেষে বেশ খুলে
মটকে ঘাড় খাওয়া।

নির্বাচনী ছড়া

অরুণ মজুমদার

সব ফুল ঝড়ে যাবে একদিন
হাতুড়ি আর কাস্তের সংখ্যা চির অম্লান
তোলাবাজ বাতেলাবাজ সুদ্ধ
সব হবে এবারেতে জব্দ
জেগে রবে মানুষের ভালোবাসার দিন

ঝাণ্ডা

গোপাল দে

লাল ঝাণ্ডা ধরেছিল অনেক আগে
পথে ফেলে মারলো ওরা সেই রাগে।
মরলো কিন্তু লালঝাণ্ডা ছাড়লো না
পৃথার হাতে দিয়ে গেল কাড়তে ওরা পারলো না।

ক্রমবর্ধমান ফ্যাসিবাদী আগ্রাসন

—দুয়ের পাতার পর

থেকে কেন্দ্রে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে।

একের পর এক রাজ্যেও ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে বিজেপি এগিয়ে চলেছে। তৃণমূল শাসনে জর্জরিত পশ্চিমবঙ্গের চলমান নির্বাচনেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সহ বিজেপি দলের সমস্ত তাবড় নেতারা এখন সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিড়ে পড়েছেন। যে নাগরিক সমাজের মধ্য থেকে ফ্যাসিবাদ তার শক্তি সংগ্রহ করে সেখানে বিজেপি ও তার গণসংগঠনগুলি সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে চলেছে। তারা বিশ্বাস করে একমাত্র হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও সমরবাদের মাধ্যমেই ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে। এবং সেই চলার পথে প্রধান ধর্মীয় শত্রু মুসলমানেরা এবং রাজনৈতিক শত্রু কমিউনিস্টরা। সংখ্যালঘু মুসলিম মৌলবাদ সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ধর্মের এই ধ্বজাধারীদের আরও উগ্র করে তোলে।

যে-কোনো স্বৈর-শাসনের পক্ষেই স্বাধীন ও নিরপেক্ষ গণজ্ঞাপন ও গণমাধ্যম ব্যবস্থা আতঙ্কের কারণ। বিগত কয়েক দশকে কৃৎকৌশলে অভাবনীয় উন্নতির ফলে গণমাধ্যম জগতে এক বিপ্লব ঘটে গেছে। সমগ্র বিশ্বই এখন দৃশ্য, শ্রাব্য এবং দৃশ্য-শ্রাব্য গণমাধ্যমের নখদর্পণে। বর্তমান বিশ্বায়নের কালে বিশ্বায়িত গণমাধ্যম-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণের একমাত্র সম্ভাব্য উপায় তার উপর বিশ্বায়িত কর্পোরেট পুঁজির সার্বিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ, এবং সেই প্রক্রিয়ায়ই বিশ্বস্তরে এবং রাষ্ট্রীয় স্তরে গণমাধ্যমকে নিজ মালিকানাধীনে নিয়ে আসার লক্ষ্যে কর্পোরেট পুঁজির অভিযান অপ্রতিহত বেগে এগিয়ে চলেছে। ফলে তাদের আশীর্বাদধন্য ফ্যাসিবাদের উত্তরসূরিদের অগ্রগতিও অনেকটা নিরাপদ হচ্ছে।

সর্বভারতীয় ও রাজ্যস্তরে বামশক্তি এখন এক বিরাট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। তৃণমূলের স্বৈরতান্ত্রিক অপশাসন ও বিজেপি-র ক্ষমতা-দখলের ফ্যাসিবাদী প্রয়াসকে প্রতিহত করে বাম ও গণতান্ত্রিক দলসমূহের ব্যাপকতর ঐক্য গড়ে তুলে বিকল্প-প্রত্যাশী সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের আস্থা অর্জনের মাধ্যমেই একমাত্র এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা সম্ভব হতে পারে। ধরাবাঁধা শ্লোগান এবং গতানুগতিক চিন্তাধারা ও কর্মপ্রণালীতে আবদ্ধ না থেকে পরিবর্তমান ভারতীয় বাস্তবতা এবং ভারতীয় জনগণের শুধু ধর্মগত নয়, সেই সঙ্গে তার জনজাতিগত বিপুল বৈচিত্র্যের বাস্তব বিশ্লেষণ, তদনুযায়ী কর্মপ্রণালী নির্ধারণ, গণ-সংগঠনের মাধ্যমে ব্যাপক জনগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করা এবং শক্তিশালী শ্রেণি-আন্দোলন গড়ে তোলার মাধ্যমেই বামশক্তিকে সেই আস্থা অর্জনের যোগ্য হয়ে উঠতে হবে।

দৈনিক রাশিফল ও ভাগ্যবিচার

—তিনের পাতার পর

এবারও দুর্ভাগ্য পিছু ছাড়লো না। অল্পদিন পরে মেজকন্যাও বৈধব্য জীবনে প্রবেশ করলেন। ছোট মেয়ে অজানা কারণে বিয়ের আগেই আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিলেন। শোকে দুঃখে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র জ্যোতিষচর্চার সমস্ত বইগুলি পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। প্রিয়জনদের বলতেন, 'জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনার উপর কিছুমাত্র বিশ্বাস করিবে না। আমি উহার অনেক পরীক্ষা করিয়া এক্ষণে ইহাতে বিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছি'।

মাথানষ্ট-৪ : ঊনবিংশ শতকের শেষ, বিংশ শতকের শুরু। নদিয়ার বড় জাগুলিয়া গ্রামের সুরেন্দ্রনাথ বসু। সাত সন্তানের জনক, বড়টি পুত্র, বাকি ছ'টি কন্যা। বিখ্যাত জ্যোতিষীকে ছেলের জন্মকোষ্ঠী দেখিয়ে জেনেছেন এ ছেলের লেখাপড়া হবার নয়। বিশেষত অঙ্কে নেহাতই কাঁচা। এ হেন ছেলে ডাকসাইটে অঙ্কের টিচারের কাছে অঙ্কে একশোয় একশো দশ? হেডমাস্টার তলব করলেন শিক্ষক উপেন্দ্রনাথ বক্সীকে। বীরদর্পে উপেনবাবু প্রধানশিক্ষককে দেখালেন তাঁর ছাত্রের কীর্তি। প্রশ্নে দেওয়া সমস্ত গণিতের উত্তর সে তো করেছেই, সঙ্গে অনেক সমস্যার বহুমুখী সমাধান করেছে। এই ছাত্রই পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রেকর্ড নম্বর নিয়ে ফলিত গণিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি করেন। বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের নামের সঙ্গে যুক্ত এই মানুষটি হলেন আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জ্যোতিষশাস্ত্র মতে যার লেখাপড়া হবার কথাই নয়।

মাথানষ্ট-৫ : আমাদের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে বগলামুখী কবচের কথা বলেন। হিন্দু দেব-দেবী তালিকায় দশ মহাবিদ্যার এক দেবী 'বগলা'। 'বগলামুখী কবচ' তাঁকে নাকি বিপদ থেকে রক্ষা করে। তবে তিনি বলেছেন শশ্মানে বা হাসপাতালে কবচ শক্তি হারায়। যদি ধরে নিই, শশ্মানে অদৃশ্য কোন অপশক্তি বা হাসপাতালে জীবানুর আক্রমণে কবচের শক্তি নষ্ট হয় তাহলে ওই দুটি স্থান ছাড়া জেড প্লাস নিরাপত্তা বলয়ের তাঁর কি প্রয়োজন? প্রশ্ন করুন, নিজেকে এবং সবাইকে।

সারাবিশ্ব তথা ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ভয়াবহ। দেশে কাজ নেই। সংঘ পরিবার চায় মানুষের আত্মশক্তির বিসর্জন। জীবন যত অনিশ্চয়তা নেমে আসবে মানুষ তত কুসংস্কারের ওপর আস্থাশীল হবে। তাই দেশে থালা বাজিয়ে, গোমূত্র বা গোবর মাখিয়ে, প্রদীপ জ্বেলে কোভিড-১৯ তাড়ানোর চেষ্টা অব্যাহত। এমনকি সরকারী ব্যবস্থাপনায় গায়ত্রী মন্ত্র জপ করে রোগমুক্তি ঘটে কি না তার পরীক্ষা চলছে। কেন্দ্রীয় শাসকদল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে কাজে লাগিয়ে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যোতিষশাস্ত্র ও পুরোহিত তন্ত্র বিষয়ে পাঠক্রম শুরু করার অপচেষ্টা করেছিল ২০০১ সালে। এমনকী এই বছরেও ফেব্রুয়ারি মাসে ইউজিসিকে কাজে লাগিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গো-বিজ্ঞান নিয়ে পরীক্ষা নেবার উদ্যোগ নেয়। সংঘ পরিবার মনে করে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান নয়, বেদ ও উপনিষদই একমাত্র মানুষের মুক্তির দিশা দেখাবে। বেদের একটি ক্ষুদ্র অংশ জ্যোতিষ, যেখানে গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান নিয়ে আলোচনা আছে। সে আলোচনার লক্ষ্য যজ্ঞের প্রয়োজনে ঋতু নির্ণয়। পরবর্তী কালে গ্রীক সভ্যতার সংস্পর্শে জ্যোতিষশাস্ত্র ভাগ্যগণনার সাথে যুক্ত হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্য ও চাঁদকে গ্রহ আর পৃথিবীকে কেন্দ্র ধরা হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রে ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো বা এদের উপগ্রহগুলির কোন অস্তিত্বই নেই। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা হিরোসিমা-নাগাসাকির দুর্ঘটনায় অগণন মানুষের মৃত্যু ও বিপর্যয়ের কার্যকারণ জ্যোতিষশাস্ত্র বলতে পারেনা। তাছাড়া শিশুর জন্মলগ্নে মহাবিশ্বের গ্রহ, নক্ষত্রের অবস্থান পার্থিব আশা-নিরাশা, শোক-দুঃখ, চাওয়া-পাওয়ার নিয়ামক কেন হবে তার কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা জ্যোতিষশাস্ত্র দেয় না। বৃহস্পতি আর শনি। সূর্যের গ্রহগুলির মধ্যে একটি বৃহত্তম, অন্যটি তুলনায় ছোট। দুটি গ্রহের বস্তুপুঞ্জের বেশির ভাগটাই কঠিন হাইড্রোজেন। জ্যোতিষ মতে বৃহস্পতি তুঙ্গে থাকলে ভাগ্য ভালো আর শনির দৃষ্টিতে কেবলই দুর্বিপাক। এ সব কেন হবে? ব্যাখ্যা নেই।

কর্মহীন মানুষের হাহাকার জীবনকে অমর্যাদার শেষ সীমায় পৌঁছে দিয়েছে। দেশের শাসককুল মানুষের অন্নবস্ত্র সুখ শান্তি হরণের প্রতিকারের জন্য গ্রহ শান্তি, কবচ মাদুলি, রাশি-লগ্ন-গণের চক্করে ঠেলে দিতে চাইছে। ধামাধরা সংবাদ মাধ্যম মানুষকে পরিকল্পিত ভাবে সেদিকেই নিয়ে যেতে চায়। মানুষকে যাঁরা পথ দেখাবেন তাঁরাও প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে কুসংস্কারকে উৎসাহ দিচ্ছেন। পরিত্রাণের উপায় আছে, জাগ্রত জনশক্তিই জানে কোন পথে চলতে হবে।

নাম/পদবী পরিবর্তন

☐ আমি পাঁচু গোপাল ঘোষ পিতা নিমাই ঘোষ গ্রাম নিজামপুর পোঃ গোতান জেলা পূর্ব বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট পূর্ব বর্ধমানের নিকট ২৫ মার্চ ২০২১ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম পাঁচু গোপাল ঘোষ যা আমার আধারকার্ড, প্যানকার্ড-এ নথিভুক্ত আছে। কিন্তু আমার এল.আই.সি পলিসি, নং 466357380 তে পাঁচু গোপাল ঘোষ এবং গোপাল ঘোষ পিতা নিমাই চন্দ্র ঘোষ ও ভোটার কার্ডে পাঁচু গোপাল ঘোষ-এর পরিবর্তে ঘোষ পাঁচু গোপাল নথিভুক্ত হয়েছে। গোপাল ঘোষ পিতা নিমাইচন্দ্র ঘোষ, পাঁচু গোপাল ঘোষ পিতা প্রয়াত নিমাইচন্দ্র ঘোষ এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

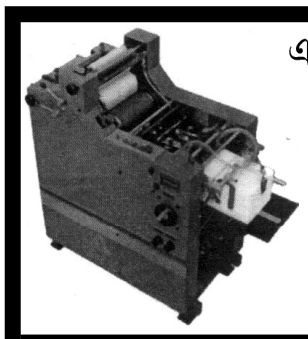

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

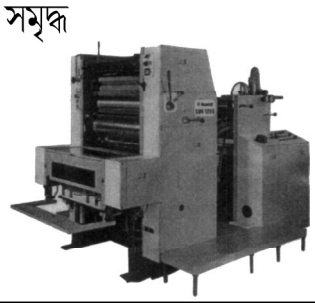

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন : ৯৪৩৪২৫১৫৮৬। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা